কোটচাঁদপুরে বিএনপি নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ সভা

কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অবমূল্যায়নের অভিযোগে প্রতিবাদ সভা করেছেন দলের ১১টি অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গত শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় প্রিজন ক্লাবে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজুল আলম মামুন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম (শান্ত), পৌর যুবদলের সদস্য সচিব শাহানুর রহমান (শাহান), উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নাসির উদ্দীন লিওয়ন, সদস্য সচিব হুমায়ুন কবির হীরা, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক বাধন রাজবীর (নিশু), সদস্য সচিব ফজলে রাব্বী, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সদস্য সচিব আবুল কাশেম (বাবু) এবং পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দিন (মানিক)।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন দলের পক্ষে কাজ করে আমরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। এখন ৫ আগস্টের পরের নেতাকর্মীদের ভিড়ে আমাদের খুঁজে পাওয়া কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, নেতৃবৃন্দ আমাদের বাদ দিয়ে একটি দলের সঙ্গে ভাগাভাগিতে ব্যস্ত রয়েছেন। আমরা তাদের বলতে চাই, আপনারা এমনটি করবেন না। আমাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের ডাকুন এবং বসে সমস্যার সমাধান করুন।

উল্লেখ্য, এর আগে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের কিছু বিষয় নিয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবার অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজলের সঙ্গে স্থানীয় সুধী সমাজের মতবিনিময় সভাকে কেন্দ্র করে। ওই দিন অনুষ্ঠানে যথাযথ মূল্যায়ন না পেয়ে দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, অনুষ্ঠানের আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে

অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছি। এখন তারা যে অভিযোগ করছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। অঙ্গসংগঠনের ওই নেতাকর্মীরা এসব করে দলের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতির ওপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।শনিবার ইফতার মাহফিল শেষে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

ইকরামুল হক পিপুল জানান, প্রয়াত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীর ছেলে টুটুল শাহ তাকে গালিগালাজ ও বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘ওসি-এসপি আমার পকেটে থাকে’ বলেও হুমকি দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শ্যামপুর গ্রামের শিলনের ছেলে ইমনকে (১৫) এসির তার চুরির অভিযোগে টুটুল শাহ দর্শনা থানায় নিয়ে যান। তবে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ না থাকায় পুলিশ সামাজিকভাবে মুচলেকা নিয়ে তাকে তার দাদা ফয়েজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করে। একই সঙ্গে তাকে দর্শনা ছেড়ে তার মামার বাড়ি ফরিদপুরে চলে যাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। এ সময় ইকরামুল হক পিপুল উপস্থিত ছিলেন।

পরে এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে টুটুল শাহ ও তার চাচাতো ভাইরা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মৌখিক অভিযোগ করা হয়েছে। পরে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে বলে জানান ইকরামুল হক পিপুল ও প্রেসক্লাবের সদস্যরা।

প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, চঞ্চল হেমমুদ, ওয়াসিম রয়েল, সাংবাদিক রাজিব মল্লিক, ইমতিয়াজ রয়েল, হাসমত আলী, মোস্তাফিজুর রহমান কচি, কামরুজ্জামান যুদ্ধ, রিফাত রহমান, শ্রী সুকমল বাঁধন, সাব্বির আলিম, ফারাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, ইমনকে থানায় আনা হলেও তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইকরামুল হক পিপুলের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ইমনের দাদা ফয়েজ উদ্দিন তাকে থানায় দিলে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

শরীফ ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাইযোদ্ধা শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের পর চুয়াডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় বিক্ষোভকারীরা তুমি কে, আমি কে, হাদি হাদি; ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান; গোলামী না আজাদী, আজাদী আজাদী; হাদি ভাইয়ের কারণে, ভয় করি না মরণে; দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা; ভারতের আগ্রাসন ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও; ইনকিলাব জিন্দাবাদ” ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সজিব, জেলা সেক্রেটারি তুষার ইমরান সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন মভিন, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার আহ্বায়ক মাহফুজ হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি সাগর আহাম্মেদ, আপ বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গার সভাপতি স্বপন এবং চুয়াডাঙ্গা ল্র সন্তান এবং ডাকসু হল সংসদের পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসির আল মাস্তুর।

বক্তারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সারাদেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, ভারতীয় আধিপত্য কায়েমের নীলনকশার অংশ হিসেবেই শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যা করা হয়েছে। খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচির আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গাবাসী ও ছাত্রজনতা।

বিক্ষোভ মিছিলের শেষে নিহত হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগরে খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সার নীতিমালা ২০২৫ অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন জীবননগর উপজেলার খুচরা সার ও

কীটনাশক ব্যবসায়ীরা।

গতকাল সোমবার দুপুর বারোটায় জীবননগর উপজেলা পরিষদ গেটের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, নতুন সার নীতিমালা ২০২৫ বাস্তবায়ন হলে খুচরা সার ব্যবসায়ীরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়বেন এবং সার বিপণন ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে বলেও দাবি করেন তারা। এ সময় বক্তারা নীতিমালা বাতিল করে মাঠপর্যায়ের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় যুক্তিযুক্ত বিকল্প নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান।

পরে ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সার ব্যবসায়ী নেতা আলমগীর হোসেন, আব্দুল কাদের, বাবুল আক্তার, জহুরুল ইসলামসহ অন্যান্য বক্তারা জানান, কৃষকদের কাছে সঠিক সময়ে সার পৌঁছে দিতে খুচরা ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। কিন্তু হঠাৎ করে নতুন নীতিমালা চাপিয়ে দিলে মাঠপর্যায়ে সার সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কর্মসূচিতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শতাধিক সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক আইয়ুবের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে নরসিংদীর যমুনা টিভির স্টাফ রিপোর্টার আইয়ুব খান সরকারের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় দর্শনা প্রেসক্লাব ভবনে এ প্রতিবাদ

সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল। বক্তব্য রাখেন দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আওয়াল হোসেন, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাবেক সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল প্রমুখ।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার নরসিংদীর যমুনা টিভির স্টাফ রিপোর্টার আইয়ুব খান সরকার বিএনপি-র দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় সকাল থেকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অবস্থান করছিলেন। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আলোকবালি ইউনিয়ন বিএনপির বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক কাইউয়ুমের সমর্থকরা লাঠিসোটা দিয়ে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করলে মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন তিনি।

এ ঘটনার পর শুক্রবার রাত ৭টায় দর্শনা প্রেসক্লাবে জরুরি প্রতিবাদ সভা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামীকাল শনিবার বেলা ১১টায় দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে এ ঘটনার প্রতিবাদ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিবাদ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, ইমতিয়াজ রয়েল প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন মাহমুদ হাসান রনি, আব্দুল হান্নান, রিফাত রহমান, শ্রী শুকমল বাধন, ওয়াসিম রয়েল, রাজিব আহমেদ, সাব্বির আলিম প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবে ঢাকার গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৮টায় দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল।

এ প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, অর্থ-সম্পাদক ফরহাদ হোসেন, সাংবাদিক হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, আব্দুল হান্নান, রিফাত হোসেন ও শ্রী কমল বাঁধন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

জীবননগরে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগরে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের মুক্ত মঞ্চে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভায় লিখিত বক্তব্য মোঃহিজবুল্লাহ বলেন, ইকতা এবং আমার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, শাকিল, মুঞ্জিল, জাহিদ ও সজলের বিরুদ্ধে আজ বুধবার দৈনিক মাথাভাঙায় আমাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মাস্তানি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখিত ঘটনার বিষয়ে আমরা বলতে চাই গত ১১-১১-২০২৪ রোজ সোমবার রাত ১০টার দিকে জীবননগর পৌর শহরের হাসপাতাল পাড়ার মোশারফ হোসেনের ছেলে লেলিনের কাছে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সে আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয় এবং মার মুখে আচরণ করে। পরবর্তীতে সেখানে জীবননগর পৌর শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের পুটু

হোসেনের ছেলে বিদ্যুৎ চলে আসে এবং পুনরায় আমাদের ওপর মার মুখি আচরণ করে। পরবর্তীতে আমরা সেখান থেকে চলে আসি এছাড়াও প্রকাশিত সংবাদে সম্রাট অটোর সামনে টাকা ছিনতাই এবং ভ্যান থেকে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট। এছাড়াও প্রকাশিত সংবাদে আমার রাজনৈতিক সহযোগিতা মুঞ্জিলের বিরুদ্ধে আনতো জেলা ঢাকাত দলের সদস্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় সেই সাথে মাগুরায় সে অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে এমন বিষয় উল্লেখ করা হয় যা সত্যিকার অর্থে কাল্পনিক ঘটনা। মঙঞ্জিলের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে কোন ডাকাতি বা অস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত এরূপ কোন মামলা নাই। প্রকাশিত সংবাদ যেটি হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন।

বিশেষ করে জীবননগর উপজেলা বিএনপি’র সুনাম ক্ষুন্ন সহ জাতীয়তাবাদী বিএনপি’র সুনাম নষ্ট করার জন্য কিছু ব্যাক্তি এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর এবং হতাশাজনক।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের জাতীয়তাবাদী বিএনপি’র কান্ডারী মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্দেশে আমরা জীবননগর উপজেলায় বিএনপিকে সুসংঘটিত সহ দিনরাত নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই সুনামকে নষ্ট করার জন্য একদল কুচক্রী মহল সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মোঃ ইকতা, হিজবুল্লাহ, শাকিল, মুঞ্জিল প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লীর অপসারনের দাবিতে কোটচাঁদপুরে মানববন্ধন করেছেন, সলেমানপুরের ৬ নং ওয়ার্ডবাসী। আজ শুক্রবার (০৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ মানববন্ধন করেন তারা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর ই.সি-২৮৬২ হাজী আমলানেছা বিবি

ওয়াকফ এস্টেট। এ ওয়াকফ এস্টেটের আওতাধীন রয়েছে মসজিদ ও বেশ কিছু জমি। এ সব জমি থেকে যা আয় রোজগার হয়, তা তিনি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ব্যবহার করে আসছেন।

এর প্রতিবাদে আজ শুক্রবার দুপুরে কোটচাঁদপুর সলেমানপুর ওয়াকফ এস্টেটের মসজিদের সামনে মানববন্ধন করেছেন সলেমানপুরের ৬নং ওয়ার্ডবাসী। মানববন্ধন থেকে দূর্নীতিবাজ ও মসজিদের টাকা আত্মসাৎকারী মোতাওয়াল্লী ইমরান হোসেন (তাপসের) অপসারন চেয়েছেন তারা।

তুলে ধরেছেন তাঁর অনিয়মের ৫ দফা। যার মধ্যে রয়েছে, মসজিদের জমি, গাছ, নদ অর্থ আত্মসাৎ, ইমাম ও মোয়াজিনদের বেতন বাকি, মসজিদের কোন খোজ খবর না রেখে, ঢাকায় বসে মিথ্যা ভিডিও বানিয়ে মুসল্লীদের হুমকি-ধামকি প্রদান,এছাড়া তিনি যে বিভিন্ন অন্যায় ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করেন তারা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ইমাম ফরহাদ হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, সামাউল ইসলাম, আলতাফ হোসেন, মোয়াজ্জিন ফয়সাল হোসেন। তারা এ মানববন্ধন থেকে দুর্নীতিবাজ, মসজিদের টাকা আর্তসাৎকারি মোতায়াল্লী ইমরান হোসেন তাপসের অপসারন চেয়েছেন। সাথে সাথে মোতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

এ ব্যাপারে হাজী আমলানেছা বিবি ওয়াকফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী ইমরান হোসেন (তাপস) বলেন, ঈমাম আর মোয়াজিনের কিছু টাকা বাকি আছে। তবে অন্যসব অভিযোগের বিষয়ে তিনি কিছু না বলে এড়িয়ে যান। অভিযোগ তোলেন, মসজিদ ভাঙ্গা ও দান বাক্সের টাকা চুরির ঘটনা নিয়ে।

ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার ও

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সভা

ঝিনাইদহের টিসিবি’র বিভিন্ন ডিলারদের হয়রানি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নামে মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে শহরের হামদহ বাইপাস এলাকার টিসিবি’র কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার মেসার্স আফজাল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেন, মেসার্স ৭১ এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খসরুজ্জামান বাবু, মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী খায়রুল ইসলাম টিটন, মেসার্স আফতাব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আফতাব হোসেনসহ ১০২ জন ডিলার অংশ গ্রহন করেন।

তারা অভিযোগ করে বলেন, ঝিনাইদহের টিসিবি’র ডিলার জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী ওয়াজেদ আলী, শিমুল এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী হারুন অর রশিদ বাদল ও শামীম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী শামীম হোসেনের যোগসাজসে অন্যান্য ডিলারদের পণ্য জোরপূর্বক নিয়ে ক্রয়- বিক্রয় করে থাকে। ডিলাররা তাদের পণ্য দিতে না চাইলে ওই ৩ ডিলারের মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় বিভিন্নভাবে হয়রানি করে থাকে। শুধু তাই নয় এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন যার যার পণ্য তাকেই বিক্রির নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করে ওই তিন ডিলার উল্টো টিসিবি’র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন দপ্তরে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করে যাচ্ছে।

এদিকে জয় এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী হামদহ এলাকার ওয়াজেদ আলী সরকারী নিয়ম কানুন না মেনে টিসিবি’র পণ্য অবৈধভাবে বিক্রয় করে নগদ অর্থ ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ওয়াজেদ সরকারদলীয় নেতা ও সরকারী উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নাম ভাঙ্গিয়ে অন্যান্য ডিলারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ও জিম্মি করে অবৈধভাবে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছে। তার এই স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পেতে চাই অন্যান্য সকল ডিলাররা।

দর্শনায় জামায়াত-বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

দর্শনায় জামায়াত- বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন,দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহ সম্পাদক মান্নান খাঁন,আব্দুস সালাম ভুট্ট মামুন শাহ,হবা জোয়াদ্দার, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ,সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, তপু,লোমান,মিল্লাত,প্রমুখ।

বক্তরা বলেন,নির্বাচন বানচাল করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষের জান মালের ক্ষতি করছে জামায়াত বিএনপি। তাদের অরাজগতা রুখে দিয়ে সন্ত্রাসীদের আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। জামায়াত বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগনের সাথে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। দেশ ও মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে ক্ষমতার আসনে বসাতে হবে আওয়ামীলীগকে।